[illegible]

গত কয়েক মাস ধরে ট্রাম্প প্রশাসনের সংকটপূর্ণ দৃশ্য যখন একটি সংকটপূর্ণ বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে তখন আমি দার্শনিক নোয়াম চমস্কির দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। তাঁর লেখা, বক্তৃতা ও অ্যাক্টিভিজম ৫০ বছরের বেশি সময় যাবত আমেরিকান ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি অতুলনীয় অন্তর্দৃষ্টি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। আমাদের কথোপকথন এখানে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, সেটা গত দুই মাস ধরে ইমেইল আদান-প্রদানের একটি সিরিজ হিসেবে সংঘটিত হয়েছে। যদিও অধ্যাপক চমস্কি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তারপরও আমাদের মধ্যকার পূর্ববর্তী বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার কারণে তিনি অনুগ্রহপূর্বক এই সাক্ষাৎকারের জন্য সময় দিয়েছেন।

অধ্যাপক চমস্কি অনেক বহুল বিক্রিত রাজনৈতিক গ্রন্থের রচয়িতা, যেগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর সবচেয়ে সাম্প্রতিক বইগুলোর মধ্যে আছে “হেজেমনি অর সারভাইভাল,” “ফেইল্ড স্টেটস,” “হোপস অ্যান্ড প্রসপেক্টস,” “মাস্টার্স অফ ম্যানকাইন্ড,” এবং “হু রুলজ দ্য ওয়ার্ল্ড?” তিনি ১৯৭৬ সাল থেকে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-তে এমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে আছেন।

--জর্জ ইয়ান্সি

[illegible] আমাদের “পোস্ট-ট্রুথ” রাজনৈতিক জমানায় এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে আমরা যে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদ দেখতে পাচ্ছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে পেশাদার দর্শনশাস্ত্র এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কী ধরনের সর্বজনীন ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

[illegible] পারমাণবিক বোমা দিয়ে মাছি না মারার ব্যাপারে আমাদের একটু সচেতন হতে হবে। “পোস্ট ট্রুথ” সময়ের প্রসঙ্গে বলা যায়, কার্যকলাপগুলো এতটাই অদ্ভুত যে উপহাসই হতে পারে একমাত্র যথার্থ উত্তর। উদাহরণস্বরূপ, স্টিফেন কোলবার্টের সাম্প্রতিক মন্তব্যটি যথাযথ হয়েছে। নর্থ ক্যারোলাইনার রিপাবলিকান আইনসভা সমুদ্রপৃষ্ঠের বিপজ্জনক উচ্চতা বৃদ্ধির পূর্বানুমান করে প্রকাশিত একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিক্রিয়ায় সমস্যাটিকে মোকাবিলা করার জন্য নীতিমালা তৈরি ও নথিপত্র পরিকল্পনার কাজে রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় সংস্থাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তখন কোলবার্ট তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, “এটি একটি বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান। বিজ্ঞান যদি আপনার পছন্দমতো ফলাফল না দেয় তাহলে সেই ফলাফলকে অবৈধ ঘোষণা করে আইন পাশ করুন। ঝামেলা চুকে গেলো।”

খুব সাধারণভাবে, সমাজবদ্ধ মানব অস্তিত্বের টিকে থাকার প্রতি কার্যত যে অস্তিত্বগত হুমকি রয়েছে সেটাকে ট্রাম্প প্রশাসন মোকাবিলা করে এভাবেঃ নীতিমালা ও এমনকি পরিবেশগত হুমকির গবেষণা ও আলোচনা নিষিদ্ধ করা এবং যত দ্রুত সম্ভব কানাগলির দিকে ছুটে যাওয়া (স্বল্প মেয়াদী মুনাফা ও ক্ষমতার স্বার্থে)।

[illegible] এই ক্ষেত্রে ট্রাম্পবাদকে আমার কাছে কিছুটা আত্মঘাতী মনে হয়।

[illegible] অবশ্যই উপহাস করাটাই যথেষ্ট নয়। যারা জালিয়াতির শিকার হয় অথবা যারা অন্যান্য কারণে ইস্যুগুলোর প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে না, তাদের বিশ্বাস ও উদ্বেগকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। দর্শন বলতে আমরা যদি যৌক্তিক ও চিন্তাপূর্ণ বিশ্লেষণকে বুঝে থাকি তাহলে এটি “বিকল্প তথ্য”-এর মুখোমুখি না হয়েও যেটা ঝুঁকির মধ্যে আছে, যে ইস্যুই হোক না কেন, তাকে বিশ্লেষণ ও স্পষ্টীকরণের মাধ্যমে সময়কে চিহ্নিত করতে পারে। তার চেয়েও বেশি যেটা দরকার তা হলো পদক্ষেপ। আমাদের সামনে যে পথগুলো খোলা আছে তার মধ্য দিয়ে জরুরী ও নিবেদিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

[illegible] ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গে দর্শনের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্র থাকার সময় সেখানে আমি বিশ্লেষণমূলক ঐতিহ্যে প্রশিক্ষিত হয়েছিলাম। সে-সময় ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়ার বাইরে দর্শন বলতে কী বুঝায় সেই বিষয়ে আমার পরিষ্কার ধারণা ছিলো না। তবুও আমি মার্ক্সীয় অবস্থানকে আঁকড়ে ধরেছিলাম যে, দর্শন পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে। দুনিয়া বদলে দেওয়ার ব্যাপারে দর্শনের সক্ষমতাকে নিয়ে আপনার কোনো ভাবনা আছে?

> আমাদের অস্তিত্বের প্রতি যেসব হুমকি দেখা দিয়েছে সেগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন ও পারমাণবিক যুদ্ধ

?????? ???????? মার্ক্স যখন লিখছিলেন যে "দার্শনিকরা এখন পর্যন্ত কেবল বিভিন্ন উপায়ে পৃথিবীকে *ব্যাখ্যা* করেছেন; এখন একে *বদলাতে* হবে" তখন তিনি কী চিন্তা করছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত নই। তিনি কি এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে দর্শন পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে, নাকি পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার উচ্চতর অগ্রাধিকারের দিকে দার্শনিকদের নজর দেওয়া উচিত? যদি প্রথমটা হয় তাহলে তিনি সম্ভবত পৃথিবীকে কেন ও কীভাবে পরিবর্তন করা উচিত সে-সম্বন্ধে সামাজিক ব্যবস্থা ও ধারণাসমূহের বিশ্লেষণসমেত দর্শন শব্দটিকে এর একটি বিস্তৃত অর্থে বুঝিয়েছেন। সেই বিস্তৃত অর্থ অনুযায়ী পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে দর্শনের একটি ভূমিকা আছে, প্রকৃতপক্ষে একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে এবং বিশ্লেষণমূলক ঐতিহ্যের অনুশীলনকারীসহ সকল দার্শনিক তাঁদের দর্শনগত কাজের পাশাপাশি তাঁদের সক্রিয় কর্মী জীবনেও সেই উদ্যোগ নিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হিসেবে বার্ট্রান্ড রাসেলের কথা বলা যায়।

????? ????????? হ্যাঁ। রাসেল ছিলেন একজন দার্শনিক ও জনসাধারণের বুদ্ধিজীবী। এই শব্দগুলোর মাধ্যমে আপনি নিজেকে কীভাবে বর্ণনা করবেন?

?????? ???????? অকপটে যদি বলতে হয় তাহলে বলবো যে, আমি সত্যিই এটা নিয়ে চিন্তা করি না। আমি সেই ধরনের ধরনের কাজ ও কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করি যা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং মনে হয়। এর মধ্যে কিছু জিনিস এসব ক্যাটাগরিতে পড়ে, যেটা সাধারণভাবে বুঝা যায়।

????? ????????? অনেক সময় মানবিক দুর্দশার পুরোদস্তুর মাত্রাকে অসহনীয় মনে হয়। পৃথিবীতে এত পরিমাণ দুর্দশা নিয়ে যেহেতু আপনি কথা বলেন, আপনি কীভাবে এর সাক্ষ্য বহন করেন এবং তা সত্ত্বেও সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি বজায় রাখেন?

?????? ???????? স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাটাই সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রেরণা যোগায়। আর দরিদ্র ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষেরা আমাদের চেয়ে তুলনাহীনভাবে খারাপ পরিস্থিতিতে যে শান্তভাবে ও অকপটভাবে ন্যায়বিচার ও মর্যাদার জন্য সাহসী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যায়, সেটা দেখার চেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক আর কিছু হতে পারে না।

????? ????????? আপনাকে যদি ট্রাম্পের শাসনামলে প্রয়োজনীয় দুই-তিন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তালিকা করতে বলা হতো তাহলে সেগুলো কী হতো? আমি এটি জিজ্ঞেস করছি কারণ আমাদের সময়টাকে অবিশ্বাস্যভাবে নৈরাশ্যময় ও দমনমূলক মনে হচ্ছে।

?????? ???????? আমি মনে করি না যে ব্যাপারটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। ২০১৬ সালের নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্র হিসেবে বার্নি স্যান্ডার্সের প্রচারণার সাফল্যের কথাই ধরুন। আসলে এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে একজন বিলিয়নিয়ার ফাপরবাজ লোক প্রচারমাধ্যমের (উদারপন্থী প্রচার মাধ্যমও তার বালখিল্যতা এবং সেটার বিজ্ঞাপন থেকে আসা রাজস্বে মোহাবিষ্ট হয়) ব্যাপক সমর্থন নিয়ে অতি-প্রতিক্রিয়াশীল রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন জিতে যাবেন।

তারপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একশো বছরের অধিক সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্যান্ডার্সের প্রচারণা একটি নাটকীয় ছেদ ঘটিয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিস্তৃত গবেষণা, উল্লেখযোগ্যভাবে থমাস ফারগুসনের কাজগুলো দৃঢ়ভাবে দেখিয়েছে যে নির্বাচনগুলো প্রায়শই কিনে নেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কেবল প্রচারণার খরচই উল্লেখযোগ্যভাবে নির্বাচনী সাফল্যের একটি উত্তম নির্দেশক, আর এমনকি রাজনৈতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণের জন্যও কর্পোরেট ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত সম্পদের সমর্থন একটি কার্যকর পূর্বশর্ত।

স্যান্ডার্সের প্রচারণা থেকে দেখা গেছে যে কিছুটা প্রগতিশীল (আসলে নিউ ডিল) কর্মসূচি নিয়ে একজন প্রার্থী মনোনয়ন জিততে পারেন, এমনকি প্রধান আর্থিক সহায়তাকারী কিংবা কোনো প্রচার মাধ্যমের সমর্থন ছাড়া হয়ত নির্বাচনেও জিততে পারেন। এটা মনে করার ভালো কারণ আছে যে ওবামা-ক্লিনটন পার্টির ম্যানেজারদের কারচুপি না থাকলে স্যান্ডার্স মনোনয়ন পেয়ে যেতেন। বর্তমানে তিনি ব্যাপকভাবে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

প্রচারণার মধ্য দিয়ে অ্যাক্টিভিজম গড়ে উঠছে সেটা নির্বাচনী রাজনীতিতে পথ করে নিতে আরম্ভ করেছে। বারাক ওবামার সময়ে ডেমোক্রেটিক পার্টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনেকটা ধসে পড়েছে, তবে একে পুনর্গঠিত করে একটি প্রগতিশীল শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। এর অর্থ হলো শ্রমিক শ্রেণীকে পরিত্যাগ করে ক্লিনটনীয় নিউ ডেমোক্রেটে পরিণত না হয়ে নিউ ডিলের পরম্পরাকে পুনরুজ্জীবিত করা ও একই সাথে সামনে এগিয়ে যাওয়া। ক্লিনটনীয় নিউ ডেমোক্রেটদের সাথে এক সময়ের মডারেট রিপাবলিকানদের কম-বেশি সাদৃশ্য দেখা যায়। নব্য উদারপন্থার সময়ে উভয় রাজনৈতিক দলের ডানপন্থার দিকে স্থানান্তরের কারণে মডারেট রিপাবলিকানদের এই ক্যাটাগরি অত্যধিকভাবে লীন হয়ে গেছে।

> প্রথমটির ক্ষেত্রে রিপাবলিকান নেতৃত্ব সারা বিশ্ব থেকে চমকপ্রদভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় সর্বসম্মতভাবে যথাযোগ্য উপায়ে টিকে থাকার সম্ভাবনা নষ্ট করার জন্য নিবেদিত হয়েছে

এই ধরনরে সম্ভাবনা নাগালরে বাইরে নাও হতে পারে, আর এগুলো অর্জনরে প্রচষ্টোর সাথে এখন প্রত্যক্ষ অ্যাক্টভিজিমকে যোগ করা যতেে পার।ে প্রায়শই নামমাত্র দায়ত্বিে নয়িে োজতি ব্যক্তরি বাগাড়ম্বররে আড়ালে থাকা রপিাবলকিান প্রশাসনরে আইন প্রণয়নকারী ও নর্বিাহী কার্যক্রমকে প্রতহিত করার জন্য এগুলো জরুরী দরকার।

রপিাবলকিান প্রতষ্ঠিানে সবচয়েে বপিজ্জনক অংশরে প্রতনিধিত্বিকারী পল রায়ানরে মতো দশেীয় নীতমিালা অনুসরণ করে দয়োলরে পছেনে ভয়ে কুঁকড়ে গয়িে পৃথবিী থকেে বচ্ছিন্নি একট িক্ষুদ্র আমরেকিা সৃষ্ট িকরতে ট্রাম্প যে প্রকল্প হাতে নয়িছেনে, আদতে সটো মোকাবলিা করার জন্য অনকে উপায় রয়ছে।ে

[illegible] [illegible] আমাদরে সামনে সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ যে ইস্যুগুলো আছে সগুেলো কী?

[illegible] [illegible] আমাদরে অস্তত্বিরে প্রত িযসেব হুমক িদখেো দয়িছেে সগুেলোই সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, যমেন জলবায়ু পরবির্তন ও পারমাণবকি যুদ্ধ। প্রথমটরি ক্ষত্রেে রপিাবলকিান নতেৃত্ব সারা বশি্ব থকেে চমকপ্রদভাবে বচ্ছিন্নি হয়ে প্রায় সর্বসম্মতভাবে যথাযোগ্য উপায়ে টকিে থাকার সম্ভাবনা নষ্ট করার জন্য নবিদেতি হয়ছে;ে কড়া কথা হলওে এতে অতরিঞ্জন নইে। তাদরে ক্ষতকির প্রকল্পকে প্রতহিত করার জন্য স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনকে কছিু করা যতেে পার।ে

পারমাণবকি যুদ্ধরে ব্যাপারে বলা যায়, সরিয়িায় ও রাশয়িার সীমান্তরে কর্মকাণ্ডসমূহ খুব গুরুতর সংঘর্ষরে ঝুঁক িতরৈ িকরছেে যার ফলে অচনি্তনীয় আকারে যুদ্ধ শুরু হয়ে যতেে পার।ে এছাড়া ট্রাম্প কর্তৃক পারমাণবকি শক্তরি আধুনকিীকরণে ওবামার কার্যক্রমসমূহ অনুসরণরে ফলে অসামান্য বপিদরে আশংকা দখো দয়িছে।ে আমরা সাম্প্রতকি সময়ে জানতে পরেছে িয,ে মার্কনি যুক্তরাষ্ট্ররে আধুনকিীকৃত পারমাণবকি শক্ত িআমাদরে অস্তত্বিরে পাতলা সুতোকে গুরুতরভাবে আলগা করে করে দচ্ছি।ে এই বষিয়ট িমার্চে বুলটেনি অফ এটমকি সায়নে্টস্টি-এর একট িগুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধে বস্তিারতিভাবে আলোচতি হয়ছে,ে যটো প্রথম পৃষ্ঠার খবর হওয়া উচতি ছলিো এবং সটেইে হয়ছে।ে প্রবন্ধটরি লখেকগণ অত্যন্ত সম্মানতি বশি্লষেক, তাঁদরে পর্যবক্ষেণে দখো গছেে যে পারমাণবকি অস্ত্ররে আধুনকিীকরণ কার্যক্রমরে ফলে “মার্কনি যুক্তরাষ্ট্ররে বদি্যমান ব্যালস্টিকি মসিাইল শক্তরি সামগ্রকি নধিন ক্ষমতা প্রায় তনিগুণ বৃদ্ধ িপয়েছে— আর কোনো পারমাণবকি অস্ত্রধারী রাষ্ট্র অকস্মাৎ প্রথম আক্রমণ করে শত্রুকে নরিস্ত্র করার মাধ্যমে লড়াই করার সক্ষমতা অর্জন ও পারমাণবকি যুদ্ধে জতোর পরকিল্পনা করলে একজন যা কছিু দখোর প্রত্যাশা করতে পারতো, এর ফলে ঠকি সইে পরস্থিতিরি সৃষ্ট িহয়ছে।ে”

এর তাৎপর্যট িপরষ্কিার। এর অর্থ হলো সংকট মুহূর্ত,ে যার মধ্যে অনকে কছিুই রয়ছে,ে সখোনে প্রতবিন্ধক না থাকার দরুণ রাশয়িার সামরকি পরকিল্পনাকারীরা হয়ত এই সদ্ধিান্তে উপনীত হতে পারে যে প্রথম আক্রমণই হলো টকিে থাকার একমাত্র আশা— যার মানে দাঁড়ায় আমরা সবাই শষে হয়ে যাবো।

[illegible] [illegible] খুবই ভীতকির ব্যাপার।

[illegible] [illegible] এসব ক্ষত্রেে নাগরকি উদ্যোগই পারে অত্যন্ত বপিজ্জনক কার্যক্রমকে ব্যাহত করত।ে এর মাধ্যমে উত্তর কোরয়িা ও ইরানসহ অন্যান্য জায়গায় খুব সহজে শক্ত িও বলপ্রয়োগরে আশ্রয় নওেয়ার পরবির্তে ব্যবহারযোগ্য কূটনতৈকি পন্থা অন্বষেণে ওয়াশংিটনকে চাপ প্রয়োগ করা যতেে পার।ে

[illegible] [illegible] নোয়াম, আপন িতো বড় পরসিরে সংঘটতি অবচিাররে বষিয়ে সমালোচক হসিবেে নয়িোজতি রয়ছেনে। কোন জনিসিট িআপনার মধ্যে সামাজকি ন্যায়বচিাররে এই বোধরে প্ররেণা যোগায়? কোনো ধর্মীয় প্ররেণা ক িআপনার সামাজকি ন্যায়বচিাররে কাজে সমন্বয় সাধন কর?ে যদ িতা না হয় তাহলে এর কারণ কী?

[illegible] [illegible] কোনো ধর্মীয় প্ররেণা নইে এবং যটো আছে তা হলো নরিটে যৌক্তকিতা। সবচয়েে বভিীষকিাময় অত্যাচারকে সমর্থন করার জন্য সর্বোচ্চ আদর্শরে প্রত িঅঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে য-েকউে কার্যত যকেোনো ধরনরে পদক্ষপেে ধর্মীয় প্ররেণার মাধ্যমে ফায়দা হাসলি করতে পার।ে পবত্রি গ্রন্থগুলোতে আমরা শান্ত,ি ন্যায়বচিার ও ক্ষমার জন্য উদাত্ত আহ্বানরে পাশাপাশ িসাহত্যিকি ধর্মসূত্রে সর্বাধকি জঘিাংসামূলক পংক্তমিালা খুঁজে পতেে পার।ি ববিকেইে আমাদরে একমাত্র পাথয়ে, একে আমরা যে সাজপোশাকে আবৃত করতে চাই না কনে।

[illegible] [illegible] এত দুর্দশার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার ব্যাপারে ফরিে আসা যাক। আমার গ্র্যাজুয়টে ছাত্রদরে অনকেে যাতে আমাদরে চয়েওে অধকিতর দুর্দশা প্রত্যক্ষ করার সক্ষমতা বকিশতি করতে পার,ে সজেন্য আমার পক্ষ থকেে তাদরে সাথে কোন জনিসিট িভাগ করে নওেয়ার বষিয়ে আপন িপরামর্শ দবিনে? আমার ছাত্রদরে অনকেে কবেল গ্র্যাজুয়টে হওয়া নয়িইে চনি্তিত এবং প্রায়শই বশি্বরে দুর্দশার ব্যাপারে তারা বস্মিৃতপিরায়ণ হয়ে থাক।ে

[illegible] আমার মনে হয় নকিটবর্তী অথবা দূরবর্তী প্রান্ত যেখানেই হ োক, দুর্দশার প্রত িযারা বস্মিৃতপিরায়ণ হয়, তারা বশেরিভাগ ক্ষত্রেে অসচতেন হয়, সম্ভবত মতবাদ ও মতাদর্শরে প্রত িঅন্ধ হয়ে থাকে। তাদরে জন্য উত্তরটি হলে ো, ধর্মনরিপক্ষে অথবা ধর্মীয় বশ্বিাসরে শর্তগুলে োর প্রত িএকটি সংশয়বাদী মনে োভাব বকিশতি করা; অন্যদরে অবস্থান থকেে পৃথবিীকে দেখো, অনুসন্ধান করা, প্রশ্ন করার সক্ষমতাকে উৎসাহতি করা। আর আমরা যখোনইে থাক িনা কনে সরাসর িসংস্পর্শ কখনে োই বশে িদূররে হয় না— সম্ভবত গৃহহীন লে োকটি ঠাণ্ডায় গাদাগাদ িকরে থাকছে অথবা খাবাররে জন্য কছিু টাকা চাইছে, অথবা আরও অনকে কছিু।

[illegible] অন্যদরে দুর্দশা যে আমাদরে থকেে দূরে নয় সইে ব্যাপারে আম িআপনার কথার কদর কর িও এর সাথে সহমত পে োষণ কর।ি ট্রাম্পরে বষিয়ে আসা যাক। আমার মতে, আপন িতাকে মে ৌলকিভাবে আনপ্রডেক্টেবেল হসিবেে গণ্য করনে। নশ্চিতিভাবে আমওি তাই মনে কর।ি আমাদরে ক িবর্তমান সময়ে কে োনে ো ধরনরে পারমাণবকি যুদ্ধরে ব্যাপারে ভীত হওয়া উচতি?

[illegible] আমার ভয় হয়, আর আম িএকমাত্র ব্যক্ত িনই যার এমন ভয় আছে। সম্ভবত এমন উদ্বগ্নিতা প্রকাশরে ক্ষত্রেে সবচয়েে গণ্যমান্য ব্যক্তত্বি হলনে উইলয়িাম পরে,ি যনি িসর্বে োচ্চ মাত্রার যুদ্ধ পরকিল্পনায় বহু বছররে অভজ্ঞিতাসম্পন্ন অন্যতম নতেৃস্থানীয় সমকালীন পারমাণবকি কে ৌশলবদি। তনি িসংযত ও সতর্ক, অতশিয়ে োক্ত িকরনে না। তনি িযে একই সাথে চরম ও ক্রমবর্ধমান হুমকসিমূহ এবং এগুলে োর ব্যাপারে উদ্বগ্নি হওয়ার ব্যর্থতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ছেনে, সটো জে োরপূর্বক ও বারবার জানান দওেয়ার জন্য আধা-অবসর ভঙ্গে েএসছেনে। তাঁর ভাষ্যমতে, "আজকে কে োনে ো ধরনরে পারমাণবকি দুর্যে োগরে ভয়াবহতা স্নায়ু যুদ্ধরে সময়কার ভয়াবহতার চয়েে বশে,ি আর অধকিাংশ মানুষ এই ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞ।"

প্রলয়রূপী মধ্যরাত থকেে আমরা কত দূরে আছ িতার উপর ভত্তি িকরে ১৯৪৭ সালে *বুলটেনি অফ অ্যাটমকি সায়ন্টেস্টিস* তার বখি্যাত প্রলয়-ঘড়ি প্রবর্তন করছেলিে ো। ১৯৪৭ সালে বশ্লিষেকেরা মধ্যরাত থকেে মাত্র সাত মনিটিরে দূরত্বে ঘড়টিকি সটে করছেলিনে। ১৯৫৩ সালে মার্কনি যুক্তরাষ্ট্র ও সে োভয়িতে ইউনয়িন কর্তৃক হাইড্রে োজনে বে োমা বস্ফিে োরণরে পর তাঁরা এটাকে মধ্যরাতরে দকিে আরও দুই মনিটি এগয়িে নয়িে আসনে। তারপরথকেে এটি স্পন্দতি হয়ছে,ে তবে পুনরায় কখনে োই এই সংকট বন্দিুতে পে ৌছনে।ি জানুয়ারতিে ট্রাম্পরে অভষিকেরে পরপরই ঘড়রি কাঁটাটকিে মধ্যরাতরে দকিে আড়াই মনিটি এগয়িে নওেয়া হয়ছে,ে যার ফলে এটি ১৯৫৩ সাল থকেে অদ্যাবধ িঅন্তমি দুর্যে োগরে সবচয়েে নকিটে অবস্থান করছে। এ সময়রে মধ্যে বশ্লিষেকেরা যে কবেল পারমাণবকি যুদ্ধরে ক্রমবর্ধমান হুমকরি কথা ববিচেনা করছলিনে তা নয়, বরং পরবিশেগত বপির্যয়রে দকিে ধাবতি হওয়ার গতবৃদ্ধি করার জন্য রপিাবলকিান সংস্থার দৃঢ় অঙ্গীকাররে কথাও ববিচেনা করছলিনে।

> পরেরি ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার সঠকি কারণ আছে। আর আমাদরেও ভয় পাওয়া উচতি, বাটনরে উপর আঙ্গুল দাবানে োর ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তটিওি তাঁর পরাবাস্তব সহযে োগীদরে জন্য কম ভয় পাওয়া উচতি নয়

[illegible] তারপরও ট্রাম্পরে অনশ্চিয়তা সত্ত্বওে তাঁর একটি শক্ত ভত্তি িআছে। এই ধরনরে ক্রীতদাসতুল্য আনুগত্য কীভাবে তরৈ িহয়?

[illegible] কয়কেটি কারণে আম িনশ্চিতি নই যে "ক্রীতদাসতুল্য আনুগত্য" কথাটি সঠকি কনিা। উদাহরণস্বরূপ, এর গে োড়ায় কারা আছে? অধকিাংশইে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল। তনি-চতুর্থাংশরে আয় মধ্যমার (median) চয়েে বশে িছলিে ো। প্রায় এক-তৃতীয়াংশরে বাৎসরকি আয় ছলিে ো ১০০,০০০ মার্কনি ডলাররে অধকি এবং এভাবে তারা ব্যক্তগিত আয়রে ক্ষত্রেে শীর্ষ ১৫ শতাংশরে মধ্যে ছলিে ো, যাদরে শীর্ষ ৬ শতাংশরে আবার শুধুমাত্র হাই স্কুল পর্যন্ত শকি্ষা রয়ছে।ে তাদরে সংিহভাগই শ্বতোঙ্গ, অধকিাংশইে বৃদ্ধ, অর্থাৎ ঐতহিাসকিভাবে আরও বশে িসুবধিাভে োগী ক্ষত্রে থকেে আগত।

> রাশয়িার হ্যাকংি ক িসত্যইি আমাদরে এযাবতকালরে আলে োচতি বষিয়, যমেন সমগ্র বশ্বিরে বপিরীতে গয়িে সম্মলিতি সামাজকি অস্তত্বিরে পরস্থিতিকিে ধ্বংস করার জন্য রপিাবলকিানদরে প্রচারণার চয়েওে অধকি গুরুত্বপূর্ণ?

অ্যানথন িডমি্যাজ্জওি বর্তমানে উপলব্ধ তথ্যরে সম্পদরে একটি গবষেণায় উল্লখে করছেনে, ট্রাম্পরে ভে োটাররা "অভজিাত, কর্পে োরটেপন্থী এবং প্রতক্রিয়িাশীল সামাজকি কর্মপন্থা" সমতে সচরাচর রপিাবলকিান হয়, এবং "আয়রে দকি দয়িে তারা দশেরে সমৃদ্ধ, সুবধিাভে োগী অংশ, তবে অতীতরে তুলনায়, ২০০৮ সালরে অর্থনতৈকি ধসরে পূর্ববর্তী সময়রে তুলনায় আপকে্ষকিভাবে কম সুবধিাভে োগী," তাই কছিুটা অর্থনতৈকি দুর্গতরি সম্মুখীন হয়ছে।ে ২০০৭ সাল থকেে তাদরে মধ্যমা আয় প্রায় ১০ শতাংশ হ্রাস পয়েছে।ে এখানে ধর্মপ্রচারকদরে বরিাট অংশটকিে বাদ দওেয়া হয়ছেে এবং শ্বতোঙ্গ আধপিত্যবাদরে নয়িামকসমূহ— যুক্তরাষ্ট্রে গভীরভাবে প্রে োথতি— বর্ণবাদ ও লঙ্গৈকি বদ্বিষেকে এক পাশে সরয়িে রাখা হয়ছে।ে

সমর্থকগে োষ্ঠীর অধকিাংশরে ক্ষত্রেে বলা যায়, ট্রাম্প ও রপিাবলকিান প্রতষ্ঠিানরে সবচয়েে বর্বর অংশটি তাদরে আদর্শ আচরণ থকেে দূরে নয়। অবশ্য আমরা যখন নর্দিষ্টি কছিু নীতরি অগ্রাধকিাররে দকিে নজর দইে তখন অধকিতর জটলি প্রশ্নগুলে ো উঠে আস।ে

ট্রাম্পরে সমর্থকগে োষ্ঠীর একটি অংশ এসছেে শলি্পখাত থকে,ে যারা উভয় পার্টি দ্বারা কয়কে দশক ধরে পরত্যিক্ত হয়ছে,ে প্রায়শই তারা গ্রামীণ অঞ্চল থকেে আগত যখোনে ইন্ডাস্ট্রি ও স্থতিশিীল চাকর িমুখ থুবড়ে পড়ছে।ে অনকেে ওবামার প্রত্যাশা ও পরবির্তনরে

বার্তায় বিশ্বাস রেখে তাঁকে ভোট দিয়েছিলো, তবে দ্রুতই তাদের মোহভঙ্গ হয়েছিলো এবং তাদের তিক্ত শ্রেণী শত্রুর প্রতি মরিয়া হয়ে উঠেছিলো। তারা এই আশায় বুক বেঁধেছিলো যে, তাদের আনুষ্ঠানিক নেতা তাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবেন।

আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে বর্তমান সময়ের তথ্য ব্যবস্থা, যদি কেউ শব্দটি আদৌ ব্যবহার করতে পারে। সমর্থকগোষ্ঠীর অধিকাংশের কাছে ফক্স নিউজ, টক রেডিও ও বিকল্প তথ্যের অন্যান্য অনুশীলনকারীরা হচ্ছে তথ্যের উৎস। ট্রাম্পের কুকর্ম ও অর্থহীনতা তুলে ধরার ফলে উদারপন্থীদের যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, সেটাকে খুব সহজেই অসহায় ব্যক্তির রক্ষাকর্তার উপর দুর্নীতিবাজ এলিট তথা তাঁর নিকৃষ্ট শত্রুর আক্রমণ হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়।

[illegible] সমালোচনামূলক বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি এখানে কীভাবে কাজ করে, যেটাকে দার্শনিক জন ডিউয়ি গণতান্ত্রিক নাগরিকবৃন্দের জন্য অপরিহার্য হিসেবে দেখেছিলেন?

[illegible] সমালোচনামূলক বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমরা অন্যান্য প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি। উদারপন্থী মতামত অনুযায়ী আমেরিকার নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ হচ্ছে এই শতাব্দীর রাজনৈতিক অপরাধ, যেটাকে অনেক সময় এভাবেই বলা হয়। এই অপরাধের প্রভাবসমূহ কর্পোরেট ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত সম্পদের হস্তক্ষেপের ব্যাপক প্রভাবসমূহের মতো গোচরীভূত হয় না, যেটাকে অপরাধ হিসেবে তো নয়-ই বরং গণতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকলাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি রাশিয়াসহ বিদেশের নির্বাচনগুলোতে মার্কিন “হস্তক্ষেপের” রেকর্ড; উদ্ধৃতির মধ্যে রাখা “হস্তক্ষেপ” শব্দটিকে বাদ দিয়েই বলছি। কারণ ব্যাপারটা হাস্যকরভাবে এতটাই অপর্যাপ্ত যে, সাম্প্রতিক ইতিহাসের সাথে সামান্যতম পরিচিতি যে-কেউ অবশ্যই এই বিষয়ে অবগত থাকবে।

[illegible] এটা নিশ্চিতভাবে আমাদের দেশের অসঙ্গতির কথা জানান দেয়।

[illegible] রাশিয়ার হ্যাকিং কি সত্যিই আমাদের এযাবতকালের আলোচিত বিষয়, যেমন সমগ্র বিশ্বের বিপরীতে গিয়ে সম্মিলিত সামাজিক অস্তিত্বের পরিস্থিতিকে ধ্বংস করার জন্য রিপাবলিকানদের প্রচারণার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ? অথবা বিনাশকারী পারমাণবিক যুদ্ধের অদ্যাবধি শোচনীয় হুমকি বৃদ্ধির চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ? নাকি কয়েক লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত করার জন্য এবং রিপাবলিকানদের কর্পোরেট ক্ষমতা ও সম্পদের প্রকৃত নির্বাচন ক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ করার স্বার্থে নার্সিংহোম থেকে কয়েক লক্ষ মানুষকে বিতাড়িত করতে তাদের গৃহীত পদক্ষেপের মতো বাস্তব অথচ অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ? তাদের প্রিয়পাত্ররা যে আর্থিক সংকট পুনরায় বয়ে নিয়ে আসতে পারে তার প্রভাব হ্রাস করার জন্য প্রতিষ্ঠিত সীমিত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ? এমন আরও কত কী।

কোনো বিভাজকের অন্য পাশে আমরা যাদেরকে দেখি তাদের প্রতি নিন্দা জানানো খুব সহজ। তবে সাধারণভাবে, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কাছে যাওয়ার পথ অন্বেষণ করা।

এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক জর্জ ইয়ান্সি “ব্ল্যাক বডিস, হোয়াইট গেইজেস” ও “অন রেইসঃ থার্টি ফোর কনভারসেশনস ইন এ টাইম অফ ক্রাইসিস” গ্রন্থের রচয়িতা। এছাড়া তিনি “পারস্যুইং ট্রেভন মার্টিন” ও “আওয়ার ব্ল্যাক সানস ম্যাটার” নামক গ্রন্থ দু’টির সহলেখক।

[illegible] [illegible] [illegible] ইমন রায়[illegible]